দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র নেয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে ভর্তির সঙ্গে সমস্যার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই হোক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়েই হোক, ভর্তি মানেই ঝুট-ঝামেলা। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যার সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসনসংখ্যায় ভারসাম্যহীনতা প্রায় সর্বজনীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আসনসংখ্যা রয়েছে ৩ হাজার ৭৩৭টি। ভর্তির জন্য আবেদন করেছে অর্ধলক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ১৪ জন। ঘুরিয়ে বলা যায়, প্রতিটি আসনে ১৩ জন করে বাদ পড়বে। এভাবে প্রায় ৪৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বাদ পড়বে। বাদ পড়ে যাওয়া শিক্ষার্থীরা অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবেই এমন নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না। অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রায় একই অবস্থা হতে পারে। শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছুটাছুটি করে একথা ঠিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতিল হওয়া একটা দল অবশিষ্ট থাকে যারা কোথাও সুযোগ পায় না। এরা সবাই অযোগ্য একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। দেখা গেছে, মোটামুটি কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করা শিক্ষার্থীও কোথাও ভর্তির সুযোগ পায়নি। এই ভর্তির সুযোগ-বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্যে কী ঘটে সেটা বিবেচনা করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাব।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পেরে কেউ কেউ বিদেশে পাড়ি জমায়। সামর্থ্য থাকলে বা সুযোগ করে নিতে পারলে এরা বিদেশে পড়ালেখা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশেই থেকে যায়। এভাবে 'ব্রেইন ড্রেইন' বা মস্তিষ্ক পাচার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। তবে সবাই বিদেশে যাবার সুযোগ পায় না। কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী দু-এক বছর চেষ্টার পর হয়ত স্বদেশে সুযোগ পায়। জীবন থেকে কিছু সময় এদের হারিয়ে যায়। এরা পিছিয়ে পড়ে। জীবনকে যেভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল সেভাবে গড়ে তোলা হয় না। কিন্তু সবচেয়ে ভাগ্যহত একদল শিক্ষার্থী থাকে যারা কোথাও স্থান করে নিতে না পেরে স্রেফ হারিয়ে যায়। এদের খবর কেউ রাখে না। দেশের উচ্চশিক্ষাঙ্গনে এই ট্রাজেডি বহুদিন থেকেই চলছে।

এই সমস্যার সমাধান যে প্রয়োজন একথা সবাই বলেছেন। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা মোকাবিলার জন্য তা যথেষ্ট হয়নি। সেরকম বড় মাপের কোন ব্যবস্থা আসলে নেয়া হয়নি। দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাহিদার তুলনায় কম আছে। সবাই এমএ, বিএ পাস করবে বা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার হবে এ কথা আমরা বলতে চাই না। কিন্তু জীবনসংগ্রাম মোকাবিলা করার যোগ্য হয়ে সবাইকে দাঁড় করাবার মত সুযোগ থাকতে হবে। একটা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদেরও প্রচুর শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, কৃষিবিদ প্রয়োজন। সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণ করা যায়।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মানে মোটামুটি সমতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। নইলে দু-একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সবাই ভিড় করে; অন্য প্রতিষ্ঠান শূন্য পড়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি। সম্প্রতি প্রকাশিত আদমশুমারির রিপোর্টে দেখা গেছে-দেশে উচ্চ শিক্ষিতের হার ১ শতাংশের নিচে। এটা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনগ্রসরতার লক্ষণ। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে।